127

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JAN. 5 1999

পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৩

দুর্নীতি অনিয়ম ও প্রকাশ্য দলাদলি চরমে

স্কুলগুলোতে শিক্ষার পরিবেশ নেই

-রুমন রেজা, *নারায়ণগঞ্জ থেকে*

শহরের স্কুলগুলোতে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। অনিয়ম, দুর্নীতি, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও প্রকাশ্য দলাদলি ইদানীং চরমে পৌঁছায় এই দুরবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এসব অপকর্মের সঙ্গে একশ্রেণীর অসৎ শিক্ষক এবং ম্যানেজিং কমিটির দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারা জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। ফলে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যত জীবনে।

এমনি অবস্থার পাকে পড়ে বিপন্ন পরিবেশের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি ঐতিহ্যবাহী স্কুলের অস্তিত্ব এখন হুমকির মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। এতে অভিভাবক মহলে দেখা দিয়েছে গভীর উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শহরে প্রতিবাদ মিছিল ও মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুর্নীতির অভিযোগে এক প্রধান শিক্ষিকা স্বয়ং ছাত্রদের হাতে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন।

জানা গেছে, নারায়ণগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় শহরের বৃহত্তম মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষকদের প্রকাশ্য দলাদলি, দুর্নীতি, অনিয়ম, অব্যবস্থার কারণে এখন অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠেছে ১১৩ বছরের পুরনো এই স্কুলের। মাত্র এক বছরের মধ্যে অর্ধেক কমে গেছে এই স্কুলের ছাত্রসংখ্যা।

শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এ স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেই দুর্নীতির জোরালো অভিযোগ তুলেছে ছাত্ররা। শিক্ষা বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী অনিয়মিত এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে পরীক্ষা ফী সাড়ে ৬শ' টাকা নেয়ার কথা। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আদায় করা হয়েছে ১৭শ' টাকা। অনিয়মিত ছাত্ররা দুর্নীতির অভিযোগ এনে আবেদন জানিয়েছে জেলা প্রশাসন বরাবর। এবারের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায় এ স্কুলে।

গত কয়েক বছর ধরেই এ স্কুলে চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। শিক্ষকরা প্রকাশ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছে দু'ভাগে। ম্যানিজিং কমিটির সদস্যরাও জড়িয়ে যায় বিরোধে। শিক্ষক-কোন্দলকে কেন্দ্র করে স্কুলে ঘটে সন্ত্রাসী ঘটনা। ছাত্রদের ব্যবহার করা হয় সন্ত্রাসী ঘটনায়। কিন্তু এসব ন্যক্কারজনক ঘটনার সুষ্ঠু কোন তদন্ত হয়নি। শিক্ষকদের বিরোধ নিরসনে নেয়া হয়নি কোন উদ্যোগ। ফলে দীর্ঘদিন ধরে অসহনীয় অবস্থা চলছে এই স্কুলে। শিক্ষক রাজনীতির বিষয়টি এখন ওপেন সিক্রেট। এসব কারণে অস্বাভাবিক হারে কমে যাচ্ছে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা। গত বছর এ স্কুলে ছাত্রসংখ্যা ছিল ২ হাজার। কিন্তু এ বছর ঠেকেছে ১২শ'তে। ব্যক্তিগত অভিযোগও রয়েছে কোন কোন শিক্ষকের বিরুদ্ধে। নেশাগ্রস্ত এক শিক্ষক অস্বাভাবিক থাকেন স্কুলেও-এ অভিযোগ অভিভাবকদের।

নারায়ণগঞ্জ শহরের চিত্র

গত ১৫ ডিসেম্বর শহরের তল্লায় অবস্থিত বিবি মরিয়ম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের পিটুনিতে প্রধান শিক্ষিকা গুরুতর আহত হয়েছেন। ছাত্রীদের বক্তব্য, অতিরিক্ত ফী আদায় করা হয়েছে এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের সময়। অভিযোগ উঠেছে, প্রধান শিক্ষিকার ওপর এই ন্যক্কারজনক হামলায় ইন্ধন রয়েছে ম্যানেজিং কমিটির কয়েক সদস্যের। আহত প্রধান শিক্ষিকা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার সময় তাঁর বিরুদ্ধে মিছিল-মিটিং হয়। স্কুলে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয় তাঁকে। প্রধান শিক্ষিকা দুর্নীতিবাজ হলে তাঁর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক তদন্ত হবে, কিন্তু হামলার পর ম্যানেজিং কমিটির কয়েক সদস্যের ভূমিকা স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন করে তুলেছে অভিভাবকদের। তাছাড়া জেলা প্রশাসন কর্তৃক নিয়মতান্ত্রিকভাবে তদন্তের জন্য ১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে।

শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী মর্গ্যান উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়েও রয়েছে অনিয়মের অভিযোগ। এবারের বার্ষিক পরীক্ষায় চমকপ্রদ ঘটনা ঘটেছে এখানে। গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের ব্যবহারিক পরীক্ষা নেয়া হয়েছে বার্ষিক পরীক্ষা শুরুর আগেই। অভিভাবকদের অভিযোগ, গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের ব্যবহারিক পরীক্ষার নামে শিক্ষকরা মেতে ওঠেন ভোজ উৎসবে। দাওয়াত করা হয় শহরের এলিটদের। ছাত্রীদের হাতেকলমে রান্না করে পরীক্ষা দেয়ার কথা। কিন্তু রান্না করানো হয় বাবুর্চি দিয়ে। রমজানের জন্যে এবার বার্ষিক পরীক্ষার আগেই হয়ে গেছে রান্নাপরীক্ষা। রান্নাপরীক্ষার ফী নেয়া হয় ছাত্রীপ্রতি ৭০ টাকা। অভিযোগ টিফিন নিয়েও। অভিভাবকদের মনে ক্ষোভ, নিম্নমানের খাবার-অযোগ্য টিফিন সরবরাহ করা হয়। এছাড়া এবার বার্ষিক পরীক্ষার আগে ছাত্রীদের কাছ থেকে জোরপূর্বক কোচিং ফী আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। তবে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সাবিকুন্নাহার হাসমত এ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, এটা বাধ্যতামূলক নয়।

শহরের বঙ্গবন্ধু সড়কে অবস্থিত খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রিপারেটরি স্কুল নিয়েও অভিযোগ উঠেছে অব্যবস্থাপনা-অনিয়মের। মাসখানেক আগে এ স্কুলে একটি ফ্যান খুলে পড়ে যায়। সৌভাগ্যক্রমে তখন ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসে ছিল না। বিষয়টি জানাজানি হলে অভিভাবকদের মধ্যে ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ ঘটনার পর জেলা প্রশাসন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)কে নিয়ে ১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করে।

শহরের মাসদাইকের অবস্থিত বেগম রোকেয়া পৌর উচ্চ বিদ্যালয়ের বয়স বেশি না হলেও দুর্নীতি, অনিয়মে আলোচনায় এসেছে ইতোমধ্যেই। এ স্কুলের নয় শিক্ষক লিখিতভাবে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ করেছে থানা নির্বাহী অফিসারের কাছে। তার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন থানা নির্বাহী অফিসার উক্ত প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অনিয়ম তদন্তে দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে দায়িত্ব দিয়েছে।

এছাড়া শহরের অধিকাংশ স্কুলেই ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের বিষয়টি ওপেন সিক্রেট। অনেক স্কুলে অনুত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের প্রমোশন দেয়া হয় জরিমানা আদায় করে। শিক্ষকদের এই ধরনের বাণিজ্যিক আচরণে নাভিশ্বাস উঠেছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভিভাবকদের।

এদিকে শহরের দু'টো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলীয় প্রচারণা চালাচ্ছে স্বাধীনতাবিরোধী একটি রাজনৈতিক দল। আর স্কুল ম্যানিজিং কমিটির নির্বাচন ইদানীং হয়ে উঠেছে সামাজিক প্রতিপত্তির মাপকাঠি।